গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
প্রেস রিলিজ
ঢাকা, ১৪ জুলাই, ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি আইয়ুব খান নামক জনৈক মুক্তিযোদ্ধার আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব-কে জড়িয়ে বিগত কয়েকদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেসকল সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য সর্বমহলকে জানানো প্রয়োজন মর্মে অত্র মন্ত্রণালয় মনে করে।

বিশেষত: আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী শক্তির অন্যতম পুরোধা এবং তৎকালীন জোট সরকারের শিল্প মন্ত্রী যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী-এর একান্ত সচিব (পিএস) হিসেবে দায়িত্ব পালনের যে তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণরুপে অসত্য, ভিত্তিহীন, এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। বর্তমান সচিব ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এবং মান্যবর ব্যক্তিত্ব মরহুম শাহ এ এম এস কিবরীয়া-এর সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে জোট সরকারের আমলে তাঁকে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হয়। তিনি ২০০১ সালের ডিসেম্বর হতে ২০০২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে এবং তদপরবর্তিতে ঝালকাঠি ও টঙ্গীপৌর সভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালের শেষ দিকে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমান সচিব এ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর ইতোমধ্যে প্রায় ৬১ টি জেলা ও শতাধিক উপজেলায় নির্মাণাধীন জেলা ও উপজেলা কমপ্লেক্সসমূহে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এসকল স্থাপনার নির্মাণকাজে ত্রুটি সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তার প্রতিকারের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন।এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি ফিরিয়ে আনার জন্য পূর্বের বহু অমিমাংশিত বিষয়ে ত্বড়িৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। তাই ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী নিজামীর একান্ত সচিব ছিলেন বলে জনমনে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তা পুরোপুরি অসত্য।

স্পর্শকাতর ও দুঃখজনক আত্মহত্যার কারণে মন্ত্রণালয় খুবই মর্মাহত,শোকাবিভূত এবংশোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে । মৃত্যুকালিন তার লিখিতপত্রের সঠিক তদন্তের জন্য এবং প্রকৃত কারণ উদঘাটনে সরকার ইতোমধ্যে সচিব পর্যয়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। একই সাথে পুলিশ মোকদ্দমাটি তদন্ত করে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধদের বীরত্বগাথা ও সম্মান সমুজ্জল রাখার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকার অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে।

এমতাবস্থায় তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সচিব জনাব এম এ হান্নান যুদ্ধাপরাধীর একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন-এরুপ অসত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন মন্তব্য না করার জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বমহলের নিকট বিনীত আহবান জানানো যাচ্ছে।

)

সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ
তথ্য কর্মকর্তা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোবাইল: ০১৭১৭২৯০৪০৮